দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 18 OCT 1988
পৃষ্ঠা 2 কলাম 7

তথ্য ও পরিসংখ্যান ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

বি, সি, এস ও প্রভিশনাল সার্টিফিকেট

চলতি বৎসরের বি, সি, এস পরীক্ষার ফর্ম জমাদানে ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেশী হওয়াতে ঢাকা ভার্সিটি কর্তৃপক্ষ ২২শে অক্টোবরের মধ্যে সকল ছাত্র-ছাত্রীর প্রভিশনাল সার্টিফিকেট প্রদানে সমর্থ হইবে না। কারণ এত অল্প সময়ে সার্টিফিকেট লেখা সম্ভব নয়। সুতরাং বি, সি, এস কর্তৃপক্ষের নিকট আকুল আবেদন, হয় ফর্ম জমাদানের সময় আরো বৃদ্ধি করুন নতুবা প্রভিশনাল সার্টিফিকেট ছাড়াই দরখাস্ত গ্রহণ করুন।

—মারুফ খান, শাহীন ও আইয়ুব, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ঢাকা।

বিদ্যালয়ে শিবির ও নির্বাচন

বন্যার সময় চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্যার্ত শিবির হিসাবে ব্যবহৃত হয়। পূর্বে এলাকার চেয়ারম্যান-মেম্বারগণ যথারীতি কর্তৃপক্ষের অনুমতি লইয়া বিদ্যালয়গুলিতে শিবির স্থাপন করিতেন। কিন্তু ইদানীং সে বালাই আর নাই। প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, কিছু সংখ্যক মাস্তান সুযোগ বুঝিয়া সমাজকর্মী সাজিয়া কোনরূপ অনুমতির তোয়াক্কা না করিয়া বিদ্যালয়ের তালা ভাঙ্গিয়া পছন্দমত লোকদের আশ্রয় দেয়। পরিণামে বিদ্যালয়ের সম্পত্তির ক্ষতি সাধিত হয়। শিবিরে সাহায্য প্রদান বন্ধ হইয়া যাওয়ার সাথে সাথে অধিকাংশ সমাজকর্মী লা-পাত্তা হইয়া যায়। ধোয়া-মোছা ও চুনকাম ইত্যাদি প্রয়োজনীয় কাজ করার জন্য কাহাকেও আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোন তহবিল না থাকায় এই পরিস্থিতিতে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে দারুণ অসুবিধায় পড়িতে হয়।

নির্বাচনের সময়ও এই ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন প্রার্থীর পোষ্টারে বিদ্যালয়ের ভিতরে-বাহিরে এক বিচিত্র দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। শুধু তাই নয়, হৈ-হাঙ্গামার কারণে বিদ্যালয়ের সম্পত্তির দারুণ ক্ষতি সাধিত হয়। নির্বাচন কমিশন ও প্রার্থিগণ নির্বাচন উপলক্ষে লাখ লাখ টাকা ব্যয় করিলেও নির্বাচনী কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির প্রয়োজনীয় সংস্কারের ব্যাপারে তাহাদের কোন দায়-দায়িত্ব আছে বলিয়া মনে করেন না। এই ব্যাপারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

—মোঃ আবুল কাসেম, প্রধান শিক্ষক, লালবাগ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ঢাকা।